মামুনের ১০ ও স্ত্রীর ৩ বছর জেল : অবৈধ অর্জিত ১১১ কোটি টাকার সম্পদ বাজেয়াপ্তের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ অবৈধভাবে ১১১ কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তারেক রহমানের বন্ধু বিতর্কিত ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুনকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ১০ লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। অবৈধ সম্পদ অর্জনে সহযোগিতার দায়ে তার স্ত্রী শাহিনা ইয়াসমীনকে ৩ বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। সেই সাথে অবৈধভাবে অর্জিত ১১১ কোটি টাকার সম্পদ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সংসদ ভবন এলাকায় স্থাপিত বিশেষ জজ আদালত-৭-এর বিচারক মোঃ সিরাজুল ইসলাম গতকাল (বৃহস্পতিবার) এ রায় প্রদান করেন। রায়ে বলা হয়, গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সন্দেহাতিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাই জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন আইনের ২৭(১) ধারায় গিয়াস উদ্দিন আল মামুনকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ১০ লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। অবৈধ সম্পদ অর্জনে সহযোগিতার দায়ে তার স্ত্রী শাহিনা ইয়াসমীনকে দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় ৩ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। সেই সাথে অবৈধভাবে অর্জিত ১১০ কোটি ৯৬ লাখ ৫২ হাজার ৪৩৬ টাকার সম্পদ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেয় আদালত।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বড় ছেলে তারেক রহমানের বন্ধু গিয়াস উদ্দিন আল মামুন ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক মোঃ ইব্রাহীম বাদী হয়ে গত বছর ৯ মে ক্যান্টনমেন্ট থানায় মামলা দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়, মামুন ও তার স্ত্রী অবৈধভাবে ৬২ কোটি ২১ লাখ ৯৯ হাজার ৫৪৫ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন। এর পর দুদকের আরেক সহকারী পরিচালক সৈয়দ তাহসিনুল হক তদন্ত শেষে মামুন দম্পতির বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ১১০ কোটি ৯৬ লাখ ৫২ হাজার ৪৩৬ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ পেশ করেন। তদন্তে এ দম্পতির ১৪৫ কোটি টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। তবে এর মধ্যে ১১১ কোটি টাকার সম্পদ অবৈধভাবে অর্জিত বলে দুদক অভিযোগ করে তদন্ত রিপোর্ট গত বছর ২৪ অক্টোবর দাখিল করে। বিশেষ জজ আদালতে গত ২১ জানুয়ারী চার্জ গঠন করা হয় এবং ২৩ জানুয়ারী সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। মামলায় মোট ৮৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের স্ত্রী শাহিনা ইয়াসমীন বর্তমানে পলাতক রয়েছেন। এ মামলায় সরকার পক্ষে শুনানি করেন এডভোকেট মোশারফ হোসেন কাজল।

প্রসঙ্গত, গতবছর ১৮ ফেব্রুয়ারী মামুন ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা সম্পদের হিসাব চেয়ে দুদক নোটিশ প্রদান করে। মামুন বা তার পরিবারের কেউ সম্পদের হিসাব জমা না দেয়ায় তার বিরুদ্ধে নন-সাবমিশন মামলা দায়ের করে দুদক। ওই মামলায় ইতোপূর্বে বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক তাকে ৩ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে। গত বছর ২৬ মার্চ রাতে গিয়াস উদ্দিন আল মামুনকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হয়।